কুষ্টিয়ায় তিন প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য ও ইফতার সামগ্রী বিক্রি এবং সংরক্ষণের অভিযোগে কুষ্টিয়া শহরে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

শনিবার কুষ্টিয়া সদর উপজেলার এন.এস. রোড বাজার এলাকায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে কাপড়ের দোকান, জুতা ও স্যান্ডেলের দোকান, কনফেকশনারি এবং ইফতার সামগ্রী বিক্রির দোকানগুলোতে মনিটরিং করা হয়। এ সময় অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে খাদ্য ও ইফতার সামগ্রী প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় তিনটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

এর মধ্যে জমজম সুইটস অ্যান্ড কনফেকশনারিকে ২০ হাজার টাকা, নিউ শাহিন বেকারিকে ১০ হাজার টাকা এবং শাহিন বেকারি অ্যান্ড কনফেকশনারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী।

তিনি জানান, জনস্বার্থে বাজার তদারকি জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে রমজান মাসে ইফতার সামগ্রী বিক্রির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে এবং কোনো অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

অভিযানে সহযোগিতা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম দায়িত্ব পালন করে।

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জে তিন প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ এলাকায় বিশেষ বাজার তদারকি অভিযান পরিচালিত হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে বীজ, কীটনাশক, বেকারী ও মুদি দোকানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযানকালে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ তথ্যবিহীন পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে মো. সিহাব উদ্দিন এর প্রতিষ্ঠান মেসার্স বাবু স্টোর-কে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া, দন্ত চিকিৎসায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহার করায় মো. শাকিব হোসেন এর প্রতিষ্ঠান মেসার্স মল্লিক ডেন্টাল-কে ৩ হাজার টাকা, এবং একই অপরাধে মো. আরিফুজ্জামান ফরজ এর প্রতিষ্ঠান মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল-কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

সবমিলিয়ে মোট ২৮ হাজার টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়।

অভিযানকালে আরও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান ও দন্ত চিকিৎসালয় পরিদর্শন করা হয়। ব্যবসায়ীদের যথাযথ সনদ ব্যবহার, মূল্য তালিকা হালনাগাদ রাখা, নির্ধারিত ও যৌক্তিক দামে পণ্য বিক্রয়, মেয়াদোত্তীর্ণ ও মানহীন পণ্য/ওষুধ বিক্রি থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অভিযানটি পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।

জনস্বার্থে এমন অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানে ৩৭ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার আসমানখালি বাজারে মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ারে অভিযান চালিয়েছে জেলা ভোক্তা অধিদফতর। এ সময় ভুয়া চিকিৎসক বাবুল রহমানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সিলগালা করা হয় মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ার নামে ওই প্রতিষ্ঠানটি।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার গাংনী ইউনিয়ন আসমানখালি বাজার এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান চালান চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ভুয়া নাম-পরিচয়ে ডেন্টাল সার্জন সেজে বাবুল রহমান রোগীদের চিকিৎসা করছিল। তার বিডিএস ডিগ্রি নেই। প্রেসক্রিপশনে ডেন্টাল সার্জন লিখলেও তার কোনো মাধ্যমিক সার্টিফিকেটও দেখাতে পারেননি। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এসব অপকর্মের কথা স্বীকার করেন। প্যাডে যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করেছেন সেটিও ভুয়া। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাসহ প্রতিষ্ঠানটি সিলগালা করে।

সজল আহম্মেদ বলেন, গত কয়েক বছর আগে গ্রামঞ্চলে তিনি দাঁতের মাজন বিক্রি করতেন। সেখান থেকে তিনি তার সহযোগী রোকনুজ্জামান ঘের”র সহযোগীতায় দাঁতের ডেন্টাল কেয়ার খুঁলে রোগীদের সাথে প্রতারণা করে আসছে। মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ারের মালিক চিকিৎসক পরিচয়দানকারী বাবুল রহমানের কাছে দাঁতের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হয়। বাবুল সনদ দেখাতে ব্যর্থ হয়। যা সম্পূর্ণভাবে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। পরে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একইসঙ্গে মেসার্স বাবুল

ডেন্টাল কেয়ার সিলগালার আদেশ দেওয়া হয়।

এছাড়া একই দিন দুপুরে জেলা ভোক্তা অধিদফতর অভিযান চালায় সার-কীটনাশক, সবজি, ডিম, মুদি দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করেন। এসময় মেসার্স নিজামুল এন্ড ব্রাদার্স নামক সার-কীটনাশকের দোকানে সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে সার বিক্রয় ও সার ক্রয় বিক্রয়ের ভাউচার দেখাতে না পারার অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক মো: নিজামুল হায়দারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও মেসার্স মজিবার স্টোরের মালিক মো: মহিবুল ইসলামকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য সংরক্ষণ ও নিম্নমানের মেয়াদ বিহীন শিশুখাদ্য বিক্রয়ের অপরাধে তাকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান, তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন বাজার মনিটরিংয়ের সময় ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ২৪ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযান চলাকালীন সময়ে সজল আহম্মেদ বলেন, আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বুধবার দুপুরে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে আড়ত, সবজি, ডিম ও বীজ দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

তদারকিকালে মেসার্স শফিউল স্টোরে পূর্বে সতর্ক করা স্বত্বেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শফিউল হককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় দুই হাজার টাকা এবং ছলেমান স্টোর নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক বিপ্লব মিয়াকে একই অপরাধ ও ধারায় দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে মেসার্স মা-মণি বীজ ভান্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে প্রচুর মেয়াদোত্তীর্ণ শাক-সবজি ও ফলের বীজ জব্দ করা হয়। মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির মালিক লাল্টু মিয়াকে ৫১ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ জনসম্মুখে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

এ সময় সবজি বাজার, মুদি দোকান, আলু পেঁয়াজের আড়তসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয় বলে জানান তিনি। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান সজল আহম্মেদ।

দর্শনায় তিন প্রতিষ্ঠানকে ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা

দর্শনায় পৃথক স্থানে চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তাঅধিকার অভিযান পরিচালনা করে ৩ প্রতিষ্ঠানে ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

সোমবার দুপুর ১টার দিকে পরিচালিত এ অভিযানে মুদিখানা, পোল্ট্রি ফিড, ঔষধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় কর্তৃক দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পুরাতন বাজার ও রুদ্রনগর এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়।

এ অভিযানে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের রুদ্রনগর এলাকায় মেসার্স সোহাগ স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিকালে মেয়াদ

উত্তীর্ণ পণ্য (পোল্ট্রি ফিড, কীটনাশক ও খাদ্যপণ্য) বিক্রয় ও প্রতিষ্ঠানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক সোহাগ রানাকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় ১৫ হাজার টাকা, একই এলাকায় মেসার্স লিমা স্টোরের মালিক জাহাঙ্গীর হোসেনকে প্রতিষ্ঠানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকায় মেসার্স মীম পোল্ট্রি কর্ণার নামক ডিলার প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় প্রতিষ্ঠানে মুরগি ও প্রাণীর মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ, ভিনেগার প্রদর্শন ও বিক্রয় করার অপরাধে মালিক মেহেদী হাসানকে ৫১ ধারায় ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ অভিযান পরিচালনা কালে অভিযুক্ত সবাইকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জনসম্মুখে নষ্ট করা হয়।

পরবর্তীতে উপস্থিত জনসাধারণকে এ সকল বিষয়ে সচেতন ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এসময় তিনি বলেন জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তাধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন দর্শনা থানা পুলিশের একটি টিম।

দামুড়হুদা জয়রামপুরে তিন প্রতিষ্ঠানকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা জয়রামপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে মল্লিক ফার্মেসি সহ তিন প্রতিষ্ঠানকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামে ভোক্তা

অধিকার এর অভিযান পরিচালনা হয়।

ভোক্তা অধিকার অভিযান পরিচালনা করেন সজল আহমেদ সহকারী পরিচালক জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা। দুপুর একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালিত হয়। জয়রামপুর স্টেশন বাজার মল্লিক ফার্মেসিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ এর জন্য ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পার্শ্ববর্তী মুদি দোকান আকবর আলী স্টোরে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমল পানি ফ্রেস গুগলি এর জন্য ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আরো একটি কীটনাশক ও ফাস্টফুড এর যৌথ দোকান নজরুল স্টোরে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমল পানি ফ্রিজ আপ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ বিস্কুট পাওয়ায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ বিষয়ে সজল আহমেদ বলেন, আমরা জরিমানা করার জন্য আসিনা। আমরা সাধারণ মানুষের অধিকার ও মানুষকে সচেতন করার জন্য এসেছি। আপনারা মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য কেনাবেচা থেকে বিরত থাকুন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে ব্যবসা করবেন। আপনাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবেন। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।